গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট,
আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২ – জুন ৩০, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৫-১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৯

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ৩ বছরে উক্ত কেন্দ্র হতে ৫ টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেট থেকে ৩২০ জন খামারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ২১ লক্ষের অধিক উচ্চফলনশীল নেপিয়ার ঘাসের কাটিং খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রের প্রাণীস্বাস্থ্য ও প্রাণীপুষ্টি গবেষণাগারের মাধ্যমে প্রায় ৩১৯২ টি বিভিন্ন ধরনের নমুনা (গোবর, রক্ত, প্রস্রাব এবং খাদ্য উপাদান) পরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দুটি গরুর জাত সংরক্ষণের কাজে ঘাস ব্যাবহার হচ্ছে বিধায় উন্নত জাতের ফডার কাটিং বিতরণ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে উক্ত কেন্দ্রে উন্নত জাতের ১৯ টি ফডারের জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও মাল্টিপ্লিকেশন করা হয়েছে। ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আওতায় গাভীর জাত উন্নয়নের জন্য পাবনা ও ৫০% হলিস্টিন সংকর দুটি জাতের বর্তমানে মোট গরুর সংখ্যা ১২০ টি। একটি ফিড ষ্টোর রুম সহ মোট ৭ টি সেড, একটি পানির ট্যাংক, বায়োগ্যাস প্লান্ট, সাইলো পিট, গার্ড ব্যারাক ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকার দুধালো গাভীর রিপিট ব্রিডিং এবং খামারীদের উন্নত জাতের ফডার কাটিং সংরক্ষনের জন্য ফার্মারস কমিউনিটি গঠনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহারের জন্য বায়োচার (এক্টিভেটেড কার্বন) উৎপাদন পদ্ধতি (ঘাস উৎপাদনে এর ব্যবহার), বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশীয় জাতের গাভীর উন্নয়ন ও সংরক্ষনের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশাপাশি এলাকার চর অঞ্চলে উক্ত গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে। যেখানে বেষ্ট টু বেষ্ট নির্বাচনের মাধমে প্রাণীর প্রজনন, খাদ্য ও স্বাস্থ্য বাবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম চালনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে নির্বাচিত খামারিদের মাঝে প্রশিক্ষন প্রদান ও উঠান বৈঠক সম্পন্ন করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

শাহজাদপুর বাংলাদেশের একটি অন্যতম দুগ্ধ উৎপাদনশীল এলাকা, যেখানে বিস্তীর্ণ বাথান থাকলেও বর্ষাকালে সম্পূর্ণ আবাদি জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় গরুর কাঁচাঘাস সরবরাহ ব্যাহত হয় যা এই এলাকার একটি বড় সমস্যা। এখানে দুধের বাজার জাত করণে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য ও অস্থিতিশীল বাজার মূল্যের কারণে একদিকে যেমন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারীরা সঠিক মূল্য পাচ্ছেনা অন্যদিকে গোখাদ্যের অধিক মূল্যের কারণে লভ্যাংশ হারাচ্ছেন। এছাড়া প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা এবং বিজ্ঞানীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষনের অভাব এই আঞ্চলিক কেন্দ্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী প্রাণী ও ঘাসের জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; নিত্য নতুন রোগসমূহের প্রতিকার কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করাই মূল চ্যালেঞ্জ। এছাড়া, বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারনে সকল ধরনের জনসমাগম থেকে বিরত থাকতে বলায় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা , উঠান বৈঠক ও গবেষণা কর্মশালার মত বিষয় গুলোতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

রূপকল্প ২০২০-২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিক নির্দেশনা মোতাবেক ডেইরী উন্নয়নে গবেষণা করা, দেশীয় সম্পদের অধিক ব্যবহার ও দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী গরু ও ঘাসের জাত উদ্ভাবন করা এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা করে পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্র কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০২২- ২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনঃ

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০৩ টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ২০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- ৪০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান
- ১০,০০০ ঘাসের কাটিং বিতরণ
- ১৫০০ টি রোগের নমুনা পরীক্ষা
- ১৬ টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন
- জার্মপ্লাজমে নতুন একটি ঘাসের জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট,
আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন এবং দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১.২ অভিলক্ষ্য: প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং জাত উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারন এবং প্রযুক্তি প্রচার করা। এছাড়া প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈশ্বয়িক জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিঘাত মোকাবেলা পূর্বক নিরাপদ প্রানিজ প্রোটিন নিশ্চিতকরন, প্রানিজ পণ্য ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং বৈশ্বয়িক শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রানিজ পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিকরন এবং সর্বোপরি স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা
২. প্রাণিসম্পদ/ঘাসের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৩. প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর
৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন
৫. প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য :

১) সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ:

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি: (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

১. প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা, প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা এবং আর্থ-সামাজিক ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা এই তিন টি ডিসিপ্লিন এর আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
২. জাত উন্নয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত প্রাণিসম্পদের জাত ও ঘাসের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ।
৩. প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
৪. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারী/উদ্যোক্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. খামারী পর্যায়ে প্রানিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারনের নিমিত্তে পরামর্শ সেবা-(প্রাণি পালন/পোল্ট্রি পালন/প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা/ঘাস চাষ বিষয়ক/প্রাণি রোগের নমুনা পরীক্ষণ/প্রাণী খাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ/ঘাসের কাটিং) প্রদান।